MAMA Bangladesh

আপনজন
স্বাস্থ্য হাতের মুঠোয়

সংখ্যা ৬ | জানুয়ারি-মার্চ | ২০১৪

আপনজন বার্তা

আপনজন ও মা-মনি
একই সুতোয় গাঁথা দু'টি উদ্যোগ

কিঙ্কর দাস- একজন সফল
ব্রান্ড প্রমোটারের গল্প

আপনজন- মা ও শিশু
স্বাস্থ্যসেবায় একটি অনন্য নাম

ইন্টারনেটে
আপনজন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

আপনজন মেলা
এবার ঢাকায়

আপনজনকে খুঁজতে এলেন
এমি কটার

আপনজন কণ্ঠবার্তায় আসছে
এসএমসি পণ্যের প্রচারণা

USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

MCHIP Maternal and Child Health Integrated Program

dnet

আপনজন- মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় একটি অনন্য নাম

বাংলাদেশে মা ও শিশুর মৃত্যুহার কমাতে ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করে আপনজন। ইউএসএইড'র অর্থায়নে ও ডিনেট'র বাস্তবায়নে আপনজন খুব অল্প সময়েই গর্ভবতী মা এবং তাদের শিশু সন্তানদের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে হয়ে উঠেছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্পের সফল উদাহরণ। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করার একবছর পার হতে না হতেই আপনজন অর্জন করে চার লাখেরও বেশি গ্রাহকের রেজিস্ট্রেশন। দেশি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সহায়তা আপনজনকে সামনে এগিয়ে যাবার শক্তি যুগিয়েছে। প্রথমিক দাতা সংস্থা হিসেবে প্রথমেই এগিয়ে আসে ইউএসএইড এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন আউটরীচ পার্টনার ও কর্পোরেট পার্টনারদের সাথে নিয়ে ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করছে প্রকল্পটি। ব্র্যাক, এসএমসি, মা-মণি, এনএইচএসডিপি, ইনফোলেডি হচ্ছে আপনজনের বর্তমান আউটরীচ পার্টনার।

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মোবাইলফোনের বিস্তার তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে একটি বড় সুযোগ তৈরি করেছে। আপনজনের উদ্ভাবনী চিন্তা এই মোবাইল ফোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে গর্ভবতী মা, নতুন মা এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করছে এবং তা অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করছে। ডিনেটের টেকনোলজি টিমের মাধ্যমে আপনজন ২৪ ঘণ্টার কাউন্সেলিং লাইন খোলা রেখেছে যেখানে ডাক্তারদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি এবং তাৎক্ষণিক সহযোগীতা রয়েছে। এছাড়াও সোশ্যাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত বার্তাগুলোকে আরো ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, এবং সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তক 'আপনজনমেলা' আয়োজন করেছে। যেহেতু দেশের ৫ টি প্রধান টেলিকমিউনিকেশন অপারেটর প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনজনের চুক্তি রয়েছে এবং এই মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠনগুলোই দেশের ৯৯.৫% গ্রাহক অবধি বিস্তৃত সেহেতু এই সেবা ২০১৪ এর মার্চের মধ্যে ৪ লক্ষ গর্ভবতী এবং নতুন মা ও তাদের পরিবারের নিকট পৌঁছে গেছে।

এই সেবায় গ্রাহকদের নিবন্ধন করানোর ক্ষেত্রে আপনজন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। আপনজনকে পরিচিত করাতে ব্রান্ড প্রমোটাররা কমিউনিটিগুলোতে ছুটছেন। এবং এর ফলাফল হিসেবে দ্রুতই আপনজনের নিনন্ধন, গ্রহণযোগ্যতা এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সিলেট এবং চট্টগ্রামের গ্রাহকদেও জন্য আপনজন সেবা স্থানীয় ভাষায় সরবরাহের প্রস্তুতি চলছে। এবং আগে যেখানে শুধুমাত্র ১ বছরের

নিচের শিশুদের এই সেবার আওতায় রাখা হয়েছিল, তা ৫ বছর বয়সের শিশুদের পর্যন্তও বিস্তৃত হচ্ছে।

আপনজন স্বাবলম্বীতা, আস্থা এবং সক্ষমতার উপর সবসময়ই গুরুত্ব দিয়েছে এবং দ্রুত বিস্তৃতি এবং সফলতার মাধ্যমে এর প্রমাণও রেখেছে। আপনজন ক্রমাগত চেষ্টা করছে আরো উন্নত সেবা নিশ্চিত করবার। সম্প্রতি, ডিনেট ও জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল এমহেলথ ইনিশিয়েটিভ'র উদ্যোগে প্রকাশিত ফরম্যাটিভ রিসার্চ'র প্রতিবেদনে উঠে এসেছে আপনজন সেবার কার্যকরী কিছু ফলাফল। এরই মাধ্যমে উঠে এসেছে প্রকল্পের অভিনব কৌশল ও সেবাটির ত্রুটিসমূহ। সেগুলো দূর করার পরামর্শও রয়েছে গবেষণা পত্রে, যা মোবাইল ফোনের স্বাস্থ্যসেবাটিকে করে তুলবে আরো সহজবোধ্য। সর্বোপরি, আপনজন বাংলাদেশে এমহেলথ সেবার ক্ষেত্রে একটি উদ্ভাবনী এবং বৈপ্লবিক উদ্যোগ যা শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেছে চলেছে এবং ক্রমেই অমিত সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তৃত হচ্ছে।

আপনজনে নির্ভরশীল হাস্যোচ্ছল নবজাতকের মা

আপনজন ও মা-মনি
একই সূতায় গাঁথা দু'টি উদ্যোগ

আপনজন একটি স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক উদ্যোগ। মূলত মা ও নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। আর এই প্রকল্পের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান কিংবা প্রকল্প, সেভ দ্য চিলড্রেনের 'মা-মনি: হেলথ সিস্টেমস স্ট্রেনদেনিং প্রকল্প' তাদের মধ্যে অন্যতম। আপনজনকে খুব স্বল্প সময়ের ভেতরে একটি সম্ভাবনাময় অবস্থানে পৌঁছে দিতে মা-মনি'র অবদান অনেক। আর তা নিয়েই আলোচনা থাকছে আজকের সাক্ষাৎকার পর্বে। সেভ দ্য চিলড্রেন'র মা-মনি হেলথ সিস্টেমস স্ট্রেনদেনিং প্রকল্প, হেলথ এন্ড নিউট্রেশন সেক্টরের চীফ অফ দ্য পার্টি ডাঃ ইশতিয়াক মান্নান এ বিষয়ে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন আপনজন টীমের কাছে। তারই চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো এখানে-

আপনজন: আপনজন মূলত স্বাস্থ্যখাতে কাজ করে থাকে। গর্ভবতী নারী, মা ও নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে একটি মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার ভাবনা আপনজন'র বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে ডিনেট, ইউএসএইড'র অর্থায়নে। এই প্রকল্পের সাথে মা-মনি'র যুক্ত হবার আগ্রহ জন্মাল কেন? প্রথম কোন ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করা শুরু?

ই.মা.: 'মামা বাংলাদেশ' বা আপনজন'র মতোই সেভ দ্য চিলড্রেন'র প্রকল্প মা-মনিও ইউএসএইড'র একটি উদ্যোগ। নিজেদের কাজ করার জায়গাটা তাই অনেক ক্ষেত্রেই একই ধরনের। এটাই আসলে একসাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। মা-মনি'র লক্ষ্যটা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মা, শিশু ও গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নয়ন ও একইসাথে পুষ্টির বিষয়েও কাজ করে যাচ্ছে। সেই অভিজ্ঞতা আপনজনের সাথে ভাগাভাগি করে নেয়াটা সুদূরপ্রসারী ফলাফল দিবে বিবেচনা করেই যৌথভাবে কাজ করা।

আপনজন: মা-মনি কাজ করে মাঠ পর্যায়ে। আর আপনজন মোবইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা। দু'টি ভিন্ন মাধ্যমে কাজ করতে গিয়ে মা-মনি'র সাথে আপনজনের যৌথ প্রচেষ্টা কতটুকু সফল?

ই.মা.: আপনজনের জাতীয় উদ্বোধনের আগে পরীক্ষামূলক কাজ করার সময় থেকেই মা-মনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসাথে কাজ করেছে। ফরম্যাটিভ রিসার্চ করার কাজটিতে মা-মনিঃ ছিল আপনজনের পাশে। এবং পরবর্তীতে আপনজন সেবাটি দ্বারে দ্বারে পরিচিতি ঘটাতে মা-মনির স্বাস্থ্যকর্মীরা কাজ করে মাঠ পর্যায়ে। গবেষণাটির পরবর্তী অংশে আসলে চাহিদা ছিল আপনজন মাঠ পর্যায়ে কাজ করে কিনা তা যাচাই-বাছাই করা। সেক্ষেত্রেই অনেক বড় সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং এখনও কাজ করছে মা-মনি, একটি 'আউটরীচ পার্টনার' হিসেবে। আপনজন আর মা-মনির লক্ষ্য তো একটাই- স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন, আর আপনজন সেসব গুটি কয়েক প্রকল্পের একটি যেটাকে মা-মনি খুব ইতিবাচক ভাবনা থেকেই পার্টনার হিসেবে গ্রহণ করেছে।
আপনজন: প্রযুক্তিভিত্তিক একটি স্বাস্থ্যসেবা আপনজন। এটা আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজের সাথে কতটুকু যুগোপযোগী?

ই.মা.: আমাদের দেশে মোবাইল ফোনের বৈপ্লবিক ব্যবহার শুরু হয় আপনজন সামনে আসার অনেক আগেই। তাই প্রযুক্তিভিত্তিক এধরনের সেবাকে পরিচয় করিয়ে দিতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি, যারা মাঠে কাজ করছে। আর এখনতো পুরোপুরিই তথ্য-প্রযুক্তির যুগ চলছে, কৃষি, স্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশ সব ক্ষেত্রেই তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাংলাদেশের মানুষ খুব সহজেই নতুনকে গ্রহণ করতে পারে। আর মোবাইল ফোন তো এখন বেশ সাশ্রয়ী হয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ মোবাইল ফোনে আপনজনের মতো সেবা পেতে মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আপনজন আমাদের দেশে একদম ঠিক সময়েই কাজ শুরু করেছে। আরো আগে হলে আরো ভালো হতো।

আপনজন: নিরাপদে থাকুক প্রতিটি মা- এই স্বপ্ন পূরণে কাজ করে যেতে চায় আপনজন ও মা-মনি। আর সেটা করতে হলে দু'টি প্রকল্পকেই একসাথে কাজ করতে হবে আরো অনেকদিন। সে ব্যপারে আপনার কি অভিমত?

ই.মা.: আপনজন পরবর্তীতে মা-মনি'র সাথে আরো নিবিড়ভাবে কাজ করে আগামী জুলাই মাস থেকে। আর তখন বাংলাদেশ সরকারের সাথে স্বাস্থ্যখাতে আরো বেশি কাজ করতে পারবে, যা মা-মনি: হেলথ সিস্টেমস স্ট্রেনদেনিং প্রকল্প এখনই করছে। মা-মনি ও আপনজন একসাথে মিলে পরবর্তীতে এমনকিছু জেলায় নিবিড়ভাবে কাজ করবে, যেখানে এখনও মা- শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক সুযোগ-সুবিধা কম। একইসাথে এ বিষয়ক তথ্যগুলো ছড়িয়ে দেয়ার

ডাঃ ইশতিয়াক মান্নান, চীফ অফ দ্য পার্টি, মা-মনিঃ

ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা করতে আপনজন ও মা-মনি যৌথভাবে কাজ করবে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যত ধরনের সেবাদানের সুযোগ রয়েছে, আমি মনে করি, আমাদের সবগুলোই গ্রহণ করা উচিৎ। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্য তথ্যব্যবস্থা তৈরি করা, মাতৃমৃত্যু-শিশুমৃত্যুর উপাত্ত তদারকি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে বলে মনে করি। আমাদের দেশের মানুষেরও এধরনের নতুন মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ নেয়ার ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব থাকা উচিৎ, যা আছে বলেই বিশ্বাস করি। তাই, প্রকল্পটির সাফল্য আরো বাড়বে এবং তা খুব দ্রুত এমনটাই আশা করছি।

আপনজন: আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি, অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য ও আমাদের সাথে কিছু ভাবনা ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য।

ই.মা.: আপনাদেরও ধন্যবাদ।

আপনজনের সাথে আলাপকালে ডাঃ ইশতিয়াক মান্নান

আপনজনকে খুঁজতে এলেন এমি কটার

এমি কটার। বাংলাদেশে এলেন সুদূর যুক্তরাষ্ট্র থেকে। তিনি জানতে এসেছেন স্বাস্থ্যখাতে নিরলস আপনজনের কাজ করে যাওয়ার গল্প। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের টঝঅওউ'র গ্লোবাল হেলথ ব্যুরোর কমিউনিকেশন্স এ্যানালিস্ট। গর্ভবতী, মা ও শিশুর যত্নে স্বাস্থ্যখাতে আপনজনের কার্যক্রম খুঁজেও পেলেন তিনি। এবছর ১১ মার্চে তিনি আপনজন কার্যালয়ে এলেন। আপনজন কর্মীদের সাথে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তিনি এই প্রকল্পের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ও সম্ভাবনার কথা জেনে নেন। পরবর্তীতে, বাংলাদেশের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গর্ভবতী ও নতুন মায়ের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে যে সেবা ব্যবস্থা আপনজন চালু করেছে, তা সরেজমিনে দেখতে দলের সাথে বেরিয়ে পড়েন মাঠে। আপনজন সেবাগ্রহীতাদের সাথে কথা বলে তিনি জেনে নেন তার না জানা বিভিন্ন তথ্য। একইসাথে কথা বলেন আপনজন রেজিস্ট্রেশন কাজে নিয়োজিত ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে। তিনি দেশে ফিরে আপনজন সেবা নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রকাশনায় লিখবেন বলে জানান। যেতে যেতে তিনি উদ্যোমী আপনজন দলকে এধরনের একটি ভাবনাকে এতো স্বল্প সময়ে বাস্তবে সফল রূপদানের জন্য সাধুবাদ জানান।

আপনজন গ্রাহকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন এমি কটার

আপনজন মেলা এবার ঢাকায়

মেলার মাধ্যমে আপনজনের প্রচারণা চালানো এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। ২০১৪ সালের শুরুতেই আপনজন মেলা আয়োজিত হলো ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়। জানুয়ারি মাসে গার্মেন্টস কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার উদ্দেশ্যে আপনজন মেলার আয়োজন করল কল্যাণপুর এলাকার 'পোড়া বস্তিতে' ও রায়েরবাজার বস্তিতে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে মেলাটি একটি সফল আয়োজন হিসেবে পরিগণিত হয়। বস্তির কমিটি সভাপতি অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। ঢাকার মেলাগুলোর আয়োজনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেছে সবুজের অভিযান ও স্পৃহা নামের স্থানীয় এনজিও। ঢাকার আপনজন মেলায় ২০০ জন সন্তান সম্ভবা মহিলা ও প্রায় ১৫০ জন নবজাতকের মা চিকিৎসা গ্রহণ করে। আপনজন'র কর্পোরেট পার্টনার বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ এই মেলাগুলোতে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের ওষুধ সরবরাহ করে থাকে। দু'টি বস্তিতেই প্রচুর মানুষ বসবাস করে, যেখানে গার্মেন্টস কর্মীদের সংখ্যাই বেশি। এসব এলাকায় দারিদ্রের হার বেশি, শিক্ষার হার কম। একইসাথে সন্তান জন্মদানের হার অন্যান্য এলাকা থেকে কিছুটা বেশি। এসব বিষয় বিবেচনা করেই আপনজন কর্তৃপক্ষ এসব বস্তিকে আপনজন মেলা আয়োজনের স্থান হিসেবে নির্বাচন করে।

আপনজন মেলা আয়োজন করা হয় রাজধানী ঢাকায়

আপনজন কণ্ঠবার্তায় আসছে এসএমসি পণ্যের প্রচারণা

সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি) ও আপনজন অনেকটা একই লক্ষ্যে পথ হাঁটছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু পুষ্টিহীনতায় ভুগে। আর সেকথা মাথায় রেখেই এসএমসি 'মনিমিক্স' পণ্যটি বাজারে নিয়ে এসেছে। এটি একটি অনন্য পণ্য, যা শিশুর ছ'মাস বয়সের পর থেকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি খাওয়ানো হলে পুষ্টির ঘাটতি কমে আসে। অপরদিকে, নবজাতকের মৃত্যুহার কমাতে ও শিশুর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে আপনজন মোবাইল ফোন ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। এপ্রিল ২০১৪ থেকে এসএমসি'র এই পণ্যটির বিজ্ঞাপন আপনজন কণ্ঠবার্তার শেষে প্রচার করা হবে। আপনজন মনে করে এই যৌথ উদ্যোগ উভয় প্রতিষ্ঠানকেই তার লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করবে। আপনজন গ্রাহকরা তার শিশুর পুষ্টির দিকে আরো নজর দিবে। পরীক্ষামূলক প্রচারণার ফলাফল দেখার পর খুব শীঘ্রই এসএমসি'র অন্যান্য পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে আপনজন। এর মাধ্যমে আপনজন একটি টেকসই এম'হেলথ উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হবে।

এসএমসি'র পণ্য- মনিমিক্স

ইন্টারনেটে আপনজন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

সামি-উল আলম বগুড়ায় থাকেন। একজন সফটওয়্যার প্রকৌশলী। সম্প্রতি বাবা হয়েছেন। সন্তানের বয়স ন'মাস। তিনি ও তার স্ত্রী আপনজনের গ্রাহক। সেবা নিচ্ছেন তার স্ত্রী'র গর্ভকালীন সময় থেকেই। একজন সফল বাবা হবার প্রয়াসেই তিনি আপনজনে রেজিস্ট্রেশন করেন বলে জানান। 'একদিন হঠাৎ ইন্টারনেট ঘাটতে গিয়েই নজরে পড়ে আপনজনের ওয়েবসাইটটি। অনাগত সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবে ওয়েবসাইটে সেবাটি সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ে নির্ভর করতে ইচ্ছা হলো- বললেন সামি। নিজে নিজেই সমস্ত নির্দেশাবলী জেনে ১৬২২৭ এ রেজিস্ট্রেশন করেন। তিনি আরও বলেন, আপনজনের বার্তাগুলো থেকেই তিনি জেনেছেন নবজাতককে শালদুধ দেয়ার গুরুত্ব অনেক। এছাড়াও তিনি জানতে পারেন যে, সন্তানের জন্মদানের পর মা'কে ৪২ দিনের মধ্যে দু'বার ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। যা তিনি অনুসরণ করে উপকৃত হয়েছেন। সামি শুধু নিজের ভেতরেই আপনজন সম্পর্কিত তথ্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। আপশেপাশের পরিচিতজনদের গর্ভাবস্থায় এই সেবা নিতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি একইসাথে বলেন, আপনজন অনলাইন সেবা দিতে পারলে আরো উপকার হতো। এছাড়াও, আপনজন মোবাইল এ্যাপস'র প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছেন সামি। আমাদের দেশে মোবাইলফোন ভিত্তিক সেবা- আপনজন ইন্টারনেটেও বেশ পরিচিতি পাচ্ছে, যা এক কথায় সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়।

আপনজন ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করার নিয়মাবলী

কিঙ্কর দাস- একজন সফল ব্রান্ড প্রমোটারের গল্প

স্বাস্থ্য হাতের মুঠোয়- একটি স্লোগান যখন একজন মানুষের আস্থা অর্জনের সবকিছু, তখন 'আপনজন' শুধু মা ও শিশুর জীবনের সাথে যুক্ত থাকেনা, এই উদ্যেগের পেছনে কাজ করছে যে সব মাঠকর্মী, তাদের সাথেও আপন হয়ে জুড়ে থাকে আপনজন। রাজবাড়ীর গোয়ালন্দঘাটের কালি কিঙ্কর দাস আপনজনের একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বেসেডর (বিপি)। জানুয়ারি মাসে 'টপ পারফর্মার' হিসেবে তাকে সম্মানিত করার পর নিজ অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে নেন প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে। কিঙ্কর জানালেন, দেড়মাসেরও কম সময়ে তিনি ১৮০টি নিবন্ধন সম্পন্ন করাতে পেরেছেন। আপনজন নিয়ে যে কোন মা'র কাছে গিয়ে মাত্র পাঁচ মিনিট কথা বললেই তারা বেশ সহজেই ভাবনাটি গ্রহণ করে। একইসাথে এই সেবাটি গ্রহণের পর তারা কতটা উপকৃত, দেখা হলেই তা জানায়। কারণ, বিভিন্ন সময় নানা ধরনের সচেতনতামূলক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি আপনজন বিভিন্ন বিষয় মনে করিয়ে দেয়। এই নিরব অভিভাবকের ভূমিকা নির্ভরতার অনুভূতি দেয়। আপনজনের উপহার দেয়া ছাতা ও টি-শার্ট তিনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন শুধুমাত্র আপনজনকে আরো মানুষের মাঝে পরিচিত করে তোলার উদ্দেশ্যে। তিনি এই মহৎ উদ্যোগের সাথে যুক্ত থাকতে পেরে খুবই গর্বিত।

কালি কিঙ্কর দাস আপনজন'র উপহার গ্রহণ করছেন

Global Partners

National Partner

Ministrey of Health & Family Welfare

Outreach Partners

Corporate Founding Partner

Corporate Partner

Retail Partner

Implementing Agency

আপনজন বার্তা'র তথ্যাদি সরবরাহে সহায়তা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের সহযোগিতায় গঠিত ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি), জি এইচ এস এ- ০০-০৮-০০০০২-০০/১২-এসবিএ-০০২ এর শর্তাবলীর অধীনে। এই নিউজলেটারে প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সঙ্গে ইউএসএআইডি বা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মতের মিল নাও থাকতে পারে।